Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.80-85
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বঙ্গমহিলার জাপান ভ্রমণ: সরোজনলিনী দত্ত, হরিপ্রভা তাকেদা এবং অবলা বসু

কথিকা রায়
পিএইচডি গবেষিকা,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-শিক্ষিকা,ইতিহাস বিভাগ,দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস,পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

In the colonial period the travelogues of Bengali women were not merely the descriptions of the places or civilizations. Rather there was an inner sight of every explaination and discussion which made this narration thew living portrait of the contemporary environment. They were composed by first hand experiences and presented in a simple manner. Women had judged and analysed each moment of their experiences in terms of their tradition, belief, heritage and values. This became a medium of self-identity. These travelling experiences opened a new horizon of conciousness among women which also had a historical significance.

Key words: Travelogue, conciousness, self-identity

নারী শিক্ষা ও তার অন্যতম প্রয়োগ মাধ্যম বঙ্গনারী সাহিত্যচর্চায় তথা ভ্রমনমূলক বিবরণ রচনাগুলিতে সর্বাধিক স্পষ্ট অথচ প্রচ্ছন্ন দ্বিমুখীতার ইঙ্গিত হিসেবে নারী পুরুষ সম্পর্কের লিঙ্গভিত্তিক ব্যঞ্জনাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেহেতু উপনিবেশিক কালপর্বে নারীশিক্ষা, পেশাগত ভূমিকা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা্ , রাজনৈতিক সচেতনতা অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতার মত বিষয়গুলি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এক ধরনের সমঝোতা বা টানাপোড়েনের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল তাই এক দ্বিধাগ্রস্ত বৈশিষ্ট্য নারী চিন্তা-চেতনা ও জীবন প্রবাহের সর্বত্র স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। ভ্রমণ বৃত্তান্ত গুলি সাহিত্যগত উপকরণ হলেও এর মধ্যেই শিক্ষিতা নারীর নবলব্ধ শিক্ষাকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সমাজ নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মান্যতা-----উভয়তই খুব স্পষ্ট। তাই এই বিবরণ গুলিতে কখনো বঙ্গনারীর ভাষায় গৃহ পরিসর থেকে সাময়িক মুক্তির আনন্দ যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি অপরিচিত জগতে নারীর চিরাচরিত ও নিরাপত্তার প্রশ্ন অপরিচিত পুরুষ সমাজের সঙ্গে সহজ মেলামেশার সুযোগ অথচ তার মধ্যে তথাকথিত শালীনতা সম্ভ্রমের বিষয়টি বারেবারে উল্লেখ হয়েছে। তীর্থযাত্রা থেকে শুরু করে নিছক দেশভ্রমণ, প্রয়োজনভিত্তিক যাতায়াতের পথে সবরকম বর্ণনা তেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গনারী ভ্রমনমূলক বিবরণ মূলত দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য দাবি রাখে। প্রথমত, এই জাতীয় রচনাগুলি বঙ্গ মহিলাদের নিজস্ব মানসিকতাকে অনুভব করতে সাহায্য করে অর্থাৎ তাদের যুগচিন্তা, সমাজ সচেতনতা , নারীসত্ত্বা, শিক্ষিত মূল্যবোধ সবকিছুই এই বিবরণ গুলির মধ্যে একই সঙ্গে অনুভব করা যায়। অন্যদিকে এই ভ্রমণ মূলক রচনা গুলি এক বিশেষ কালপর্বে বঙ্গ মহিলাদের ব্যবহারিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল, সেকথা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় অর্থাৎ এই ভ্রমণ মূলক রচনাগুলি যেহেতু অধিকাংশই ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল, তাই এগুলির মধ্য দিয়ে চিরকালীন পর্দানশিন বাঙালি মহিলাদের

বহির্জগতের সঙ্গে অকুণ্ঠিত সম্পর্ক-স্থাপন, প্রয়োজনভিত্তিক সর্তকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বাবলম্বীতা এমনকি চিরাচরিত জাতি, ধর্মের গন্ডি অতিক্রম করে এক বৃহত্তর মানবিক সত্তায় উত্তরণের সহায়ক হয়ে উঠেছিল।[১]

দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের পথে যাত্রাকারী ভদ্র মহিলাদের সংখ্যা কতিপয় হলেও তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ছিল অতুলনীয় । ভারতের প্রতিবেশী দেশ জাপান ভ্রমণের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। কখনো তারা নির্দিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য, আবার কখনও তারা স্বামীর অনুগামী হিসেবে, আবার অনেকসময় তারা দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পূর্ব এশিয়ার দেশ হিসেবে জাপান ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশিক ভারত থেকে বঙ্গনারীদের জাপান যাত্রা বিশেষ একপ্রকার তাৎপর্য এর দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে যে তিনজন ভদ্রমহিলা বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে তারা হলেন সরোজনলিনী দত্ত, হরিপ্রভা তাকেদা এবং অবলা বসু।

সরোজনলিনী দত্ত তাঁর জাপানের ভ্রমণ পথে জাহাজে লক্ষ্য করেছেন তার পোশাকের প্রতি বিদেশী মহিলাদের আকর্ষণ কিন্তু একজন ভারতীয় মহিলার পরাধীনতার পোশাকে বিদেশি মহিলার অনুসরণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ। সিঙ্গাপুর ,হংকং ও সাংহাই অঞ্চলে লেখিকা দেখেছেন চাকুরীরত বহু শিখ ও পাঠান প্রহরীদের। বলিষ্ঠ হওয়া সত্বেও ভারত ছেড়ে বিদেশে এসে তাদের চাকরি লেখিকার মনে আক্ষেপ সৃষ্টি করে। জাপানি পৌঁছে সরোজনলিনী লক্ষ্য করেছেন, সেখানকার জনজীবনের নিয়ম শৃংখলার অস্তিত্ব। এর মধ্যে বিশেষ যে দিকটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি হল যে কোন অনুষ্ঠানে সন্তানসহ জাপানি রমণীদের উপস্থিতি এবং তাদের একাগ্রতা ও সহনশীল মানসিকতা। তার সাথে ভারতের তুলনা করে তিনি বলেছেন যে শিশুদের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বঙ্গমহিলারা অনেকসময় পাশ্চাত্যের জননীদের অনুকরণে কোন সম্মেলনে শিশুদের নিয়ে যান না এবং সেই কারণে অনেক মাতাকে আমোদ প্রমোদ ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।[২] তাই জাপানি মাতাদের মত সংযত হয়ে তাদের সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করলে ভারত অধিক মাত্রায় উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে ।

লেখিকার মতে জাপানিরা হলো সৌন্দর্যের প্রকৃত পূজারী হিসেবে বিশ্বের অদ্বিতীয় জাতি। তারা অত্যন্ত পরিষ্কার অথচ স্বল্পব্যয়ে পরিছন্নতা যেভাবে রক্ষা করেন সেটি হল তাদের কৃতিত্ব। এক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে এর অভাবের কথা তুলে ধরেন। বিশেষত যেসব ভারতীয় পাশ্চাত্য দর্শন অনুকরণ করেন, তাদের অতিরিক্ত ব্যয় এর সাথে সাথে পরিচ্ছন্নতার প্রতি সচেতনতা হ্রাস পায় বলে লেখিকা মনে করেন। তাদের প্রতি তিনি বলেন যে বিদেশীদের অনুকরণ থেকে বিরত থেকে স্বদেশীয় ধরনের রিটি অবলম্বন করে যদি ভারতীয়রা পরিছন্নতা রক্ষায় সচেষ্ট হয় তবেই তা সফল হবে বলে। লেখিকা বলেছেন জাপানিদের মধ্যে কোন অবরোধ প্রথা না থাকায় স্কুলের মেয়ে ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষকই আছেন। জাপানি বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্র-ছাত্রীদের মনে একাগ্রতার প্রবণতা দেখেছেন।৩ জাপানি জনগণ তাদের দেশের বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি স্থল রূপে ভারতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল । এছাড়া প্রত্যেক কাজের মধ্যে তাদের ঐক্যবদ্ধতার অস্তিত্ব তিনি দেখেছেন। শহরের সাথে সাথে গ্রামাঞ্চল ও যে সমৃদ্ধ তা স্পষ্টভাবে তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ভারতে এর অভাব বলেই সকল ব্যক্তি শীর্ণ ও দুর্বল হয় বলে লেখিকার অভিমত। শিক্ষার মূল্য জাপানিরা উপলব্ধি করেছে বলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা ছেলেমেয়েদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে না। শিক্ষার ভিত্তিতেই জাপান উন্নত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে প্রকাশ করেছে কিন্তু ভারত সেখানে নিজের অতীতের মাহাত্ম্য বিস্তৃত হয়ে অশিক্ষার দ্বারা পরাধীন ও পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছে , এমন আক্ষেপ সরোজনলিনী রচনায় দেখা যায়।

সরোজনলিনী দত্ত তাঁর জাপানের ভ্রমণ যাত্রায় নারী শিক্ষার বিশেষ একটি দিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেখানে মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পাঠ্যপুস্তক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাদান করা হয়। তিনি অনুভব করেছেন যে এর ফলে মেয়েদের চরিত্রের উন্নতি হয় কেননা এটি ব্যতীত মেয়েরা অত্যন্ত সৌখিন থেকে যায়। এ কারণেই জাপানি মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও তাদের নম্রতা বজায় থাকে। ফুটবল, ভলিবল খেলাতে জাপানি মেয়েরা পারদর্শী । এসকল প্রত্যক্ষ করে সরোজনলিনী বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন। শুধু শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরেই নয়, পাশাপাশি উদ্যানের মধ্যেও বইয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও জাপানি শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল। তিনি অনুভব করেছেন, যে জাপানি শিক্ষার লক্ষ্য শুধু অর্থ উপার্জন নয় বরং জ্ঞান লাভ ।৪ ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভের বিষয়টি না থাকায় ও মেয়েদের ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি প্রযোজ্য না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা বাংলায় প্রকাশিত।

হরিপ্রভা তাকেদা বিবাহসূত্রে জাপানের যাত্রা করেন। তিনি তার জাপান যাত্রায় দেখেছেন মেয়েদের স্কুলের পাঠ্যসূচি হিসেবে রন্ধন শিল্প , সূচীকাজের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন। তিনি বলেন যে জাপানে নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষ অতি বিরল বরং সরকারের বিশেষ চেষ্টায় প্রায় সকলেই আট বছর বয়স থেকে স্কুলে যেতে বাধ্য হয়। অনেক স্থানে মেয়েরা স্বামীদের সাথে কৃষি কাজে অংশ নেয়। এছাড়া বাজারে, দোকান, স্টেশন, পোস্ট অফিস সর্বত্রই মেয়েরা কাজ করে। এমনকি জনবহুল স্থানে ও মেয়েরা নিজেরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে থাকে। মেয়েদের মধ্যে অবরোধ প্রথা না থাকায় পুরুষদের সাথে কাজ করতে তাদের কোনো সংকোচ নেই।[৫]

হরিপ্রভা তাকেদা জাপানি বসবাসকালে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সেখানেই বাড়িঘর , মানুষের ঘর সজ্জা, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করেছেন। তিনি জাপানের শহর ও গ্রামের বাড়ির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখেননি। অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা বলে সেখানকার বাড়ীঘর গুলি কাঠনির্মিত হয় কিন্তু অগ্নিসংযোগের আশঙ্কা থাকায় রাতের প্রহরী ব্যবস্থাও থাকে। ফটকের সামনে ঘণ্টাধ্বনি সেখানকার গৃহস্বামী দ্বার উন্মুক্ত করেন। ঘরে বসার জন্য আসবাবপত্রের বদলে মেঝেতে বসা হরিপ্রভার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে । তবে জাপানিদের গৃহ অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেখানে দ্রব্যের আতিশয্য না থাকলেও সুসজ্জিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ বা সুন্দর দ্রব্য চিত্র দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরীণ সজ্জা বিন্যস্ত হত । এ কারণে একপ্রকার অনাড়ম্বর অথচ শান্ত পরিবেশ গৃহের অভ্যন্তরে সদাসর্বদা বজায় থাকতো । গৃহ গুলি উদ্যান বেষ্টিত হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে এগুলিকে পর্ণকুটির মনে হয়। জাপানি জনজীবনে রাজাও রাজবংশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই পাহাড়ের উপরে যেখানে স্বর্গীয় রাজার সমাধিস্থল অবস্থিত সেখানে দর্শনার্থীরা রাজার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে যান ।এছাড়া জাপানি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে লেখিকা অবসর সময় পরিশ্রমের কাজ করার কথা উল্লেখ করেছেন , এর দ্বারা তাদের হাতে অর্থ আগমনের পাশাপাশি তাদের পরিশ্রমী ও কর্মনিপুণ মানসিকতার বিকাশ হয়।[৬] তবে জাপানের খাদ্যাভাসের প্রসঙ্গে হরিপ্রভা সদস্যের তুলনায় ভিন্ন প্রকারের কথা বলেন যা তার কাছে অরুচিকর হিসেবে লেগেছে ।হাত দিয়ে খাদ্যগ্রহণ তাদের কাছে নিয়মবিরুদ্ধ যেকোনো খাদ্য তারা দুটি কাঠি দিয়ে খায়। জাপানি মেয়েদের কেশ বিন্যাসের রীতিটিও লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুন্দর করে কেশ বিন্যাস করে তাতে নানাপ্রকার নকল ফুল পিতা ও কাঁটাতার যুক্ত করে সহজে এত সুন্দর করে কেশ বিন্যাস প্রায় অসম্ভব বলে তারা এক্ষেত্রে অন্য লোকের

সাহায্য নেয়। সেই সাহায্যদানকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমূহ অপরের কেশবিন্যাস করেই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে।

অবলা বসু জাপানকে শুধুমাত্র এশিয়াতেই নয় বরং সমগ্র জগতে একটি মহাজাতি বলে গণ্য ও বরণীয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি যাত্রাকালে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন এর আগেও তিনি অনেক ব্রিটিশ জাহাজে যাতায়াত করেছেন কিন্তু জাপানী জাহাজে সামান্য কর্মচারী অব্দি যে সৌজন্যতা অভদ্রতা তারা অতিথিদের ও যাত্রীদের আপ্যায়ন করেন, তা হল অতুলনীয় । কেননা তারা সবসময় যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অন্যান্য কোম্পানি জাহাজ অপেক্ষা অধিকতর আরাম ও সুখে তাই জাপানী জাহাজে যাতায়াত করা যায় বলে জানিয়েছেন। এই কারণে জাপানী কোম্পানী গুলির ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে নিজে প্রশান্ত মহাসাগরে একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করবে বলে তিনি আশা করেছেন। ইয়াকোহামা বন্দরে পৌঁছে জাপান দেশটি তার চোখে অত্যন্ত মনোরম বলে অনুভূত হয়েছে। এর আগে তিনি যেসব পাশ্চাত্যের দেশ ভ্রমণ করেছেন তা থেকে এই জাপান সম্পূর্ন ভিন্ন প্রকারের বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৭] এমনকি কিছু বছর আগেও তখন জাপানের নাম কেউ শুনেনি কিন্তু ১৯৪৫ সালে আমেরিকার জাহাজ যখন বলপূর্বক জাপানের বন্দরে প্রবেশ করে তখন সমগ্র পৃথিবীর সামনে জাপানের শৌর্যবীর্যের মাহাত্ম্যের কথা প্রকাশ পায়।

জাপানকে অবলা বসু প্রকৃতির এক রম্য কানন হিসেবে বলেছেন। এর প্রত্যেক উদ্ভিদ, পাহাড় এবং গৃহ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ । জাপানিরা কিভাবে প্রকৃতির যথার্থ ভক্ত উপাসক তা তিনি তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকে তারা এই দেশকে এতটাই সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখেন যে ঐদেশে গেলে সহজে সেই দেশ ছেড়ে আসতে ইচ্ছে হয় না । রাস্তার যানবাহন সমূহ প্রতিটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেখানে কোন অতিরিক্ত টিকিটের স্থান নেই, সেখানে নির্দিষ্ট তার জ ন্য কোন গোলমাল নেই ।একজন জাপানি একটি গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে তাতে কোনো কষ্ট নেই ।মূলত সেখানে অবলা বসু ঘোড়ার গাড়ি রিকশা গাড়ি অধিক প্রচলিত বলে উল্লেখ করেছে...যদিও সাম্প্রতিক মোটর এর আবির্ভাব হয়েছে বলেও তিনি জানান । আমেরিকা তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাদের দেশ খুব অদ্ভুত কিন্তু তিনি এই জাপানের খর্বকায় মানুষ কে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্মঠ বলে উল্লেখ করেছেন। যেখানে আমেরিকার পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের তাদের স্বভাব বিমুখ করে তোলেন, সেখানে জাপানের সন্তান পালন প্রণালী সম্পর্কে অবলা বসু সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। জাপানের সন্তানদের কোন প্রকার শাসন করা হয় না। তারা যা ইচ্ছে তাই করে, মা কখনো সন্তানের গায়ে হাত তোলে না জাপানের শিশুদের। তাই শিশুদের এত আদর যত্ন অবলা বসু অন্য কোথাও দেখেছেন বলে অস্বীকার করেছেন কিন্তু জাপানি সমাজের শিষ্টাচার যে অত্যন্ত কঠোর তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি এখানে থেকে জেনেছেন যে ষোল বৎসর বয়সে যখন সন্তানকে সামাজিক নিয়মের অধীন হতে হয় তখন তাকে শিক্ষা দিতে পিতা-মাতারা বিব্রতবোধ করেন না ।[৮] কেননা তখন তারা নিজেরাই বিনীত ও বাধ্য হয়ে পড়ে, বিদ্যা জ্ঞান ও কার্য সুচারুরূপে পালন করে তারা দেশের ভক্ত সন্তান হয় ও জীবনের সমস্ত কর্তব্য পালন করে।

ইউরোপীয় প্রথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হলেও জাপানি নারীদের স্বাধীনতা আছে তাই তারা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারে । সেখানে কোনো রকম সংকোচ বা লজ্জা বোধ নেই। স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা না থাকায় সেখানে সকলের সুস্থ ও সবল। রেলগাড়িতে নারী ও পুরুষ একসাথে যাতায়াত করতে দেখা যায়। জাপানিরা সৌন্দর্যের পূজারী, সাধারণ বাগান ও বিশেষ বিশেষ শহরগুলি নির্দিষ্ট ফুল ফোটার সময় বহু নারী তাদের বহু নারী পুরুষ তাদের পরিবার নিয়ে সেই সুবাদে আসে।

জাপানি নারী শিক্ষিতা পরিশ্রম কুশলী ও গৃহকাজে নিপুন ।তাদের পোশাক-আশাকে সেভাবে কোন আরম্ভর নেই ।রাজপরিবারের মহিলারা, অত্যন্ত ধনী মেয়েরা শুধুমাত্র রাজকীয় অনুষ্ঠানেই বিশেষ পোশাক ধারণ করেন । অবলা বসু একটি ধনী পরিবারে চা পানের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে তিনি গিয়ে সেই পরিবারের মেয়েদের শরীরে কোথাও অলংকারের চিহ্ন দেখেননি ।মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের একই প্রকার বেশভূষা দেখা যায় যা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সংযত এবং সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত ।এভাবে সৌন্দর্য ও মার্জিত রুচির পরিচয় অন্য কোনো দেশে নেই বলে অবলা বসু উল্লেখ করেছেন।

জাপানে প্রত্যেক বালক বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে আইন অনুসারে বাধ্য ।তাই জন্য সেখানে প্রত্যেককে লিখতে ও পড়তে হয় । প্রত্যেক গ্রামে স্কুল আছে যেখানে অত্যন্ত স্বল্প বেতনে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই কারণে তারা দিনে দিনে উন্নতি লাভ করছে। বিদ্যালয় থেকে প্রতিমাসে অথবা তিন মাস অন্তর দেশভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়, তারা নিজেদের দেশের কোথায় কি আছে স্বচক্ষে জানতে পারে। বইয়ের পড়া বিষয়টি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং দেশের কোন জাতীয় গৌরব অনুষ্ঠান দেখে তাদের মনে জাতীয় গৌরব উদ্দীপ্ত হয় এবং সে তাদের মনে প্রবল অনুপ্রেরণা জন্মায়। তাই এই ধরনের ব্যবহারিক মূল্যের ক্ষেত্রে মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কর্তব্যকাজের শিক্ষাদেওয়া হয়। রন্ধন, বস্ত্র পরিষ্কার হিসেব রক্ষা সামাজিক সৌজন্যে প্রকাশের রীতিনীতি , ফুল সাজাবার প্রণালী, চা-পানে নিমন্ত্রণ করার সমস্ত নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপানি গৃহস্থালি অত্যন্ত সুন্দর , কাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর , জানলা-দরজা , ঘরের মেঝে মাদুরে ঢাকা যা প্রায় একহাত প্রশস্ত । চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদির উপর জাপানিরা হাঁটু পেতে বসে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন । বিছানা গুছিয়ে দেরাজের মধ্যে রাখা ভারতীয়দের মতনই জাপানিদের আবশ্যক। অনাবশ্যক প্রাচুর্য নেই তাই এই জাতি যেমন পরিষ্কার তেমনি শৃঙ্খলা প্রিয়। গৃহসজ্জা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাহুল্য নেই। প্রত্যেকের বাড়িতে জল তোলার পাম্প বাঁশ ও কাঠের নির্মিত নল ইত্যাদি রয়েছে।[৯]

বাংলার মহিলারা স্থানীয় অঞ্চলের সাথে সাথে যখন প্রাদেশিক স্তরেও বিদেশ ভ্রমণে অগ্রণী হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই চেনা ও অচেনা জগতের মধ্যে তুলনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।এই আপাত তুলনামূলক মানসিকতার মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে উঠে নারীর নিজস্ব উপলব্ধির ক্ষেত্র ও বোঝার পরিসর। তাদের এই বোঝার দিকটি পুরুষ কতৃক প্রত্যক্ষ ভাবে আরোপিত নয় বরং তাদের নিজস্ব চিন্তার স্বাতন্ত্র্য তাদের মানসিকতাকে পরিশীলিত করে।চেনা জগতের মধ্যে নারী নিজ মর্যাদা, নিজস্ব চিন্তা প্রয়োগের সুযোগ পায় না ।এ ক্ষেত্রে পুরুষ বর্গ যদিও ভ্রমণের সুযোগ ছাড়াও পারস্পরিক রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা বিনিময় তারা নিজেদের বিবেচনাবোধকে শাণিত করে তুলতে সক্ষম হয় , কিন্তু মহিলারা সে দিক থেকেও বঞ্চিত।১০ ভ্রমন যাত্রার অভিজ্ঞতা গুলি পাঠ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি লেখিকা নিজে নিজের মত পৃথকভাবে ব্যক্ত করে এসেছে এমনকি তারা পারিপার্শ্বিকতাকে উপলব্ধি প্রশ্ন করার বিষয় অনুসন্ধান তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ অভিভাবক বা পুরুষ সঙ্গীর মতের উল্লেখ করেনি বরং তার নিজস্ব কথাই হয়ে উঠেছে ভ্রমণ বৃত্তান্তে একমাত্র উপজীব্য বিষয়। তার দৃষ্টিভঙ্গিতে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা যেভাবে ধরা পড়েছে সেগুলিকে তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চালিকাশক্তি এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অস্তিত্বশীল ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীদের স্বকীয় ভাবনার বহি:প্রকাশ ছিল স্পষ্ট ।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. চিত্রা দেব, "অন্তঃপুরের আত্মকথা", কলকাতা, ১৯৮৪।
২. সরোজনলিনী দত্ত, "নারীশিক্ষা ও সংগঠন", কমলা পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।
৩. সরোজনলিনী দত্ত, "জাপানে বঙ্গনারী", দ্র. সীমন্তি সেন সম্পাদিত, "সরোজনলিনীর জাপানে বঙ্গনারী ও ইন্দু মাধবের চিন ভ্রমণ", কলকাতা, ২০১০।
৪. সরোজনলিনী দত্ত, "নারীশিক্ষা ও সংগঠন", কমলা পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ।
৫. হরিপ্রভা তাকেদা, "বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা", ১৯১৫।
৬. হরিপ্রভা তাকেদা, "বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা", ১৯১৫।
৭. অবলা বসুর ভ্রমনকথা, দময়ন্তী দাশগুপ্ত সম্পাদিত, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫।
৮. অবলা বসুর ভ্রমনকথা, দময়ন্তী দাশগুপ্ত সম্পাদিত, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫।
৯. অবলা বসুর ভ্রমনকথা, দময়ন্তী দাশগুপ্ত সম্পাদিত, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫।
১০. Meredith Borthwick. "The Changing Role of Women in Bengal, 1894-1905" Princeton, 1984.